প্রথম আলো

তারিখ 5 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগ বেপরোয়া, সাংগঠনিক নেত্রীর পদ ছাড়লেন হাসিনা

আ.লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সভায় কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর থেকে দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে স্বাভাবিক শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্রলীগের এই বেপরোয়া অবস্থার মুখে প্রধানমন্ত্রী বারবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও ছাত্রলীগ থামেনি। অবশেষে গতকাল শেখ হাসিনা নিজেই ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে গেলেন।

> ছাত্র বা ছাত্র নামধারী যে কেউ টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে তাদের কঠোরভাবে দমন করা হবে

গতকাল শনিবার রাতে এ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর জরুরি সভা বসে। সভায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্র বা ছাত্র নামধারী যে কেউ টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে তাদের কঠোরভাবে দমন করা হবে।

ধানমন্ডির কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর জরুরি সভা শেষে দলের মুখপাত্র স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

সৈয়দ আশরাফ বলেন, ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে শেখ হাসিনা সংগঠনটির সাংগঠনিক প্রধান। এখন থেকে তিনি আর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী থাকছেন না। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই ইচ্ছার কথা সভাপতিমণ্ডলীর সভায় জানিয়েছেন।

সৈয়দ আশরাফ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনকেও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও) অনুযায়ী আওয়ামী লীগ কোনো অঙ্গসংগঠন রাখবে না।

প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সংঘর্ষ-হানাহানি, হল দখল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা অস্ত্র হাতে নেমে পড়ছে হরহামেশা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে গেছে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দমতো উপাচার্য দেওয়ার দাবিতে ছাত্রলীগ তাণ্ডব চালিয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ বন্ধ রয়েছে।

রাজশাহী শহরের আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ রয়েছে ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গত ১৩ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনার পর সৃষ্ট ভীতিকর অবস্থায় শহরের সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর নিউ গভর্নমেন্ট

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ছাত্রলীগ বেপরোয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডিগ্রি কলেজ ও সরকারি সিটি কলেজ খুললেও বন্ধ রয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী সরকারি কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি।

এ ছাড়া সহিংস ঘটনা ঘটা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে খুলনা বিএল কলেজ, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে অস্থিরতা তুলনামূলক কম।

গতকাল সন্ধ্যা সোয়া ছয়টা থেকে দুই ঘণ্টা ধরে চলা আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সভায় ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডসহ সাম্প্রতিক উপনির্বাচন, দ্রব্যমূল্য ও দলীয় কাউন্সিল নিয়ে আলোচনা হয়।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে সৈয়দ আশরাফ বলেন, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির ঘটনায় জড়িতরা কিংবা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কেউ লিপ্ত হলে তাকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনের সব শক্তি প্রয়োগ করা হবে। আজ (গতকাল) রাত থেকেই এ নির্দেশ কার্যকর হবে। তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির ঘটনায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলী নিন্দা জানিয়েছে। সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, এ নির্দেশের পর সংশ্লিষ্টরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে।

সূত্র জানায়, সভায় বলা হয়, ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আগেও বলা হয়েছে। কিন্তু সে নির্দেশ কার্যকর হয়নি। বরং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরও বেড়েছে। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়, কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলে এদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে।

এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি সরকারের প্রশাসনিক সব পর্যায়ে তাঁর নির্দেশ জানিয়ে দেওয়ার কথা সভাকে অবহিত করেন।

সূত্র জানায়, সভায় ছাত্রলীগের কার্যক্রম বন্ধ করার পক্ষে মত পাওয়া যায়নি। নেতারা মনে করেন, ছাত্রলীগের কার্যক্রম বন্ধ করা হলেও অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম চলবে। তা ছাড়া এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সন্ত্রাসের দায়ভার শুধু ছাত্রলীগের ওপর পড়বে। তবে ছাত্রলীগের বর্তমান নেতৃত্ব দুর্বল বলে মন্তব্য করা হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত হয়। সূত্র জানায়, সভায় বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত করার বিষয়ে আলোচনা হলেও সিদ্ধান্ত হয়নি। কেউ কেউ মত দেন, কমিটি বিলুপ্ত করে দিলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বেন। এতে তাঁদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে যেতে পারে। বরং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা নিলে তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে সৈয়দ আশরাফ বলেন, সংগঠনটির নেতৃত্বে দুর্বলতা আছে। তবে বর্তমান কমিটি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠারও সুযোগ পায়নি। কারণ ১/১১-এর কিছুদিন আগে ছাত্রলীগের কাউন্সিল হয়। ১/১১-এর পর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কারাগারে ছিলেন। সভাপতিও সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে পারেননি। তাই তাঁরা সর্বত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাননি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো যায়। ছাত্রলীগ বা অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙাতে পারে দেশের সংবিধান অনুসারেই।

সৈয়দ আশরাফ ব্রিফিংয়ে বলেন, আওয়ামী লীগের সম্মেলন সামনে রেখে দলের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র সংশোধনের জন্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সৈয়দ আশরাফ বলেন, সম্প্রতি উপনির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আবারও প্রমাণ হয়েছে, আওয়ামী লীগের অধীনে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন হয়। এ নির্বাচন জনগণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মন্ত্রী ও সরকারদলীয় সাংসদেরা নির্বাচনী এলাকায় না গেলেও অন্য দল তা মানেনি। তিনি জানান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সরকার এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। সৈয়দ আশরাফ বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নির্বাচন কমিশনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দাখিল করা হয়েছে। অন্য কোনো দল এমনভাবে হিসাব দেয়নি। বিএনপি ও জামায়াত এক পাতার হিসাব দাখিল করেছে। তিনি আওয়ামী লীগসহ সব দলের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা।